সাঁকো

BANGLADARSHAN.COM

জ্যোৎস্না মন্ডল

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
পলাশের গন্ধে মাতাল	৩
আয়ুর মেয়াদ	৪
খাদের ধারে	৫
সাঁকোটা দুলছে	৬
তরঙ্গ	৭
আমি ভালো নেই	৮
স্বপ্নের ফেরীওয়ালা	৯
লড়াই	১১
বাঁচাও বাংলা গান	১২
নতুন পথের দিশা	১৩
সময় ফুরাক	১৪
কইন্যার ইচ্ছা	১৫
আপোষ কইরো না	১৬
সাধের জীবন	১৭
হবে মানুষের জয়	১৮
বিদেশী বন্ধু	১৯
কিছুই নিজের নয়	২০
একটু ঘুম দিতে পারিস	২১
এ দিন আসবে সে তো জানা ছিল	২২
প্রকৃতির ভালোবাসায়	২৩
মনের কথা	২৪
পথ চেয়ে	২৫
স্থিরতা	২৬
তুমি এলে	২৭
শশীবালা	২৮

BANGLADARSHAN.COM

পলাশের গন্ধে মাতাল

লালে লাল ঐ পথের ধারে
লুটায় পরাণ লুটায় যৌবন,
পলাশ গুলির বাহার দেইখ্যে
মাতাল গন্ধে উদাস ভুবন।

বিকেল বেলার পড়ন্ত রোদ
প্রেমের ভাঁজে ধরায় আগুন,
কুড়াইন পলাশ আঁচল ভইরে
মনে চইলছ্যে ভরা ফাগুন।

তুই যে আমার প্রাণের মরদ
আইনলি কত সুখের লগন,
কথায় কথায় খোটা দিস লাই
জ্বালাইস না লো এখন তখন।

BANGLADARSHAN.COM

বাতাস যে আইজ গন্ধে আকুল
মাদকতার লেশায় মাখ্যে এ মন,
আকাশ সাইজ্যে আবীর রঙে
সাঁঝবেলারে কইরে বরণ।

আয়ুর মেয়াদ

দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন
সকাল থেকে গভীর রাত্রি,
আজ যে মানুষ অসহায় সব
মৃত্যু পথ যাত্রী।

পোড়া গন্ধে বাতাস স্তব্ধ
আকাশ কালো ধোঁয়ায় ঢাকা,
পথের পানে তাকিয়ে ভাবি
কবে ঘুরবে জীবন চাকা।

রাজা উজিরের রেহাই হয় না
অর্থ থেকেও হয় রে মরণ,
আমরা সবাই বলির পাঁঠা
জবাই এর সময় আসবে যখন।

BANGLADARSHAN.COM

জীবন যেন ভাগ্যশালার
লটারি বোর্ডে অপেক্ষমান
কে থাকবে কে চলে যাবে
হিসেব করে চলে দিনমান।

যার যে কদিন আয়ু আছে
সে কদিন সে থাকবে মায়ায়,
অদৃশ্য শক্তির নিদারুণ খেলায়
রইনু চেয়ে ফলের আশায়।

খাদের ধারে

এইভাবে তুমি খাদের ধারে
কবে কীভাবে গেলে পড়ে?
জানলে না তুমি মানুষগুলান
ঠকিয়ে নিজের সৌধ গড়ে।

সোজা সাপটা মানুষ বলে
তোমায় নিয়ে খেলে পাশা,
সচেতনার বর্ম পড়ে
উচিৎ হবে স্বপ্নে ভাসা।

গাছের সৌন্দর্য্য ফুল ফলে
ছায়ায় সবাই জুড়াই কষ্ট
প্রবল ঝড়ের দমকা বাতাস
সব হারিয়ে মূল বিনষ্ট।

BANGLADARSHAN.COM

সজীব যারা তোমার প্রেরণায়
গভীর প্রেমে জীবন ধন্য,
আজ কী উচিত বেহিসাবী হয়
কেড়ে নেবে তাদের মুখের অন্ন?

সাঁকোটা দুলছে

ঘুম ভাঙে হাজার দুঃস্বপ্নের ভীড়ে,
বেঁচে আছি নাকি দেখি নিজেকে নেড়ে,
কালবৈশাখীর দমকা হাওয়ায়
সাঁকোটা দুলছে খুব জোরে।

মীরজাফরদের আনাগোনা বাড়ে,
বন্ধুত্ব চোরাবালিতে ডুবে মরে,
বিশ্বাস আশ্বাস নিঃশ্বাসে বিষ
সাঁকোটা দুলছে খুব জোরে।

ক্ষতির পরিমাণ পাহাড়ের উপরে,
অস্তিত্বের দৌড়ে আশ্রয় মিথ্যারে,
লৌকিকতার ধার ধারে না
সাঁকোটা দুলছে খুব জোরে।

BANGLADARSHAN.COM

আকাশ ঢাকে কালো অন্ধকারে,
গলি রাজপথ পিচ্ছিল বিষোদ্গারে,
কেমনে চলবে এ মানব জাতি?
সাঁকোটা দুলছে খুব জোরে।

তরঙ্গ

তরঙ্গ খেলে নদীর কালো জলে
তরঙ্গ খেলে আকাশে কালো মেঘে,
তরঙ্গ খেলে রাতের দুঃস্বপ্নে
তরঙ্গ খেলে মনে জমায়িত দুঃখে।

তরঙ্গ খেলে সবুজ বনানীতে
তরঙ্গ খেলে ফেলে আসা অতীতে,
তরঙ্গ খেলে বিশ্বাসঘাতকের আচরণে
তরঙ্গ খেলে গভীর অনুভূতিতে।

তরঙ্গ খেলে মহাসিন্ধুর ওপারে
তরঙ্গ খেলে জীবন নদীর জলে,
তরঙ্গ খেলে চিন্তার বেড়াজালে
তরঙ্গ খেলে মৃত্যু মিছিলের কোলে।

BANGLADARSHAN.COM

আমি ভালো নেই

আমি ভালো নেই
ভালো লাগার ঠিকানাটাই হারালাম শেষে,
তোমরা তো ভালই আছ বিহঙ্গ
গাছের ডালে, নয় তো আকাশে।

সূর্য ডোবার হয়েছে সময়
দিকচক্রবাল যেথায় যায় মিশে,
শ্বেত কণিকারা সেথায় রাজ্যপাটে
লোহিত কণিকাদের অবক্ষয় নিমেষে,
তাপদগ্ধ দহন জ্বালায়
ঘুরে মরে রণচন্ডীর বেশে।

হাওয়ার ছন্দে মাদল বাজেনা
মন যেতে চায় অজানা দেশে,
পাহাড়ের কোল বেঁয়ে অবতীর্ণ হয়
রক্তের স্রোতধারা অবশেষে,
রক্তপিশাচেরা অট্টহাসিতে মেতে ওঠে
অভাগীদের প্রাণ বিনাশে।

আমি সত্যিই ভালো নেই
ভালো লাগার ঠিকানাটা আর মনে পড়েনা অবশেষে,
অন্ধকার ঘরে জীবনের নামতা পড়ি
গড়গড় করে এক নিঃশ্বাসে।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নের ফেরীওয়ালা

অনেক সংগ্রামে বহুকষ্টে মানুষের মনে
একটু স্থান পেতে চেয়েছিল মানবী,
মানুষের ভীড়ে মিশে থাকে
মানবীর ঘাম ঝরানো দিনলিপির খাতা,
কোদাল গাইতি দিয়ে মাটি কেটে
নদীর জল এনেছিল তার বাকুড়ি ক্ষেতে,
একটু একটু করে তার গর্ভে বেড়ে উঠেছিল
শত সহস্র কবিতা গাঁথা,
মানবীর ভালোবাসার কবিতা সুরের সান্নিধ্যে
পেল পূর্ণ মর্যাদা।

দক্ষিণের খোলা বাতায়ণে
অপেক্ষমান মানবীর জীর্ণ শরীর,
সমুখে দু বাহু বাড়ায়ে সে চীৎকার করে বলে,
“আমায় নিয়ে চলো সেই দেশে,
যেথায় পূর্ণিমার আলোকচ্ছটায় নদীর জল
উপচে পড়বে আমার সকল স্বপ্নে”,
ভীড়ের মধ্যে ছুটে বেড়াতে চায় মানবী উল্লাসে
রঙিন মোড়কে মুড়িয়ে
একটা একটা করে সব স্বপ্ন
বিলিয়ে দেবার জন্য মিশে যেতে চায় সে জনস্রোতে,
স্বপ্নের ফেরীওয়ালা হতে চায় মানবী
এ ধরণী আনতে হবে নতুন দিনের বার্তা।

অমল বাতাসে স্নিগ্ধ করে মানবী তার জীর্ণ দেহখানি,
আগামী দিনের পথে চেয়ে
নতুন দিনের ভোরের আলোকে
পেতে চায় পুরাতন দিনের আস্বাদ,
আলোয় ভরে উঠবে দশদিক,

BANGLADARSHAN.COM

শঙ্খ ঘণ্টার আওয়াজ আসছে ঐ সুদূর থেকে
এসো মোরা কালের জয়গান গাই,
নতুন প্রজন্মের কাছে রয়েছে তার
দীর্ঘকালীন দায়বদ্ধতা।

BANGLADARSHAN.COM

লড়াই

নয় চিন্তা, নয় দুর্ভাবনা
মনের ক্লান্তি তফাত যাক,
গ্লানির পাত্র কোরো না পূর্ণ
উদাসীনতা শূন্য পাক।

হে চিত্ত হোয়ো না বিহ্বল
পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ হউক,
ষড় রিপুরা অচেতনে আজ
নতুন ভোরের সূর্য উঠুক।

মহাবিপ্লবে সামিল হয়ে
চলছে শুধু বাঁচার লড়াই,
আমার বলে হয় না কিছুই
জীবনের সারমর্ম তাই।

BANGLADARSHAN.COM

বাঁচাও বাংলা গান

বাংলার মাটিতে জন্ম মোদের
বাংলার বাতাসে মোদের শ্বাস,
বাংলা গানের সুরে পেলাম
বেঁচে থাকার আশ্বাস।

বাংলা চ্যানেলে হিন্দী গান
বাজার মাত করে,
বাংলা গানের শ্রোতার সংখ্যা
ক্রমেই কমতি ঘরে।

টুনির মা আর টুম্পা সোনা
বাংলার হিট গান,
যাদুটোনা করেই বুঝি
মাতালো বাঙালীর প্রাণ।

BANGLADARSHAN.COM

বাংলা গানে ভাসাই ভেলা
আমরা যত বুড়ো বুড়ি,
স্বর্ণযুগের গান শুনে ভাই
মনের ক্লান্তি দূর করি।

মিষ্টি কথা ও সুরে কোথায়
বাংলা গানের সৃষ্টি,
নিত্য চটুল বাংলা গানে
খোয়ালাম বাংলার কৃষ্টি।

বাংলা গানকে আঁকড়ে ধরে
চলো সবাই বাংলা বাঁচাই,
বাংলার কোলে বাংলার বোলে
বাংলায় করি গানের লড়াই।

নতুন পথের দিশা

সশব্দে ভেঙে পড়ার অপেক্ষামাত্র,
নিঃশব্দে সহ্য করে নিতে লাগে মনের অদম্য শক্তি,
বিবাদ বাড়ে গভীর অন্তরে,
এত কেন দলাদলি.....
এত কেন ক্ষমতার লড়াই.....
লাভের হিসেব কোন পাতেতে
লেখা আছে অক্ষরে অক্ষরে?

মানুষ তুমি আজো এত বেদনার পর
শুধু নিজের জন্য করছো কষ্ট,
বন্য প্রাণীদের দিকে চেয়ে দেখো,
রয়েছে তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ একে অপরের সাথে,
সবার জন্য তারা হয়ে ওঠে চঞ্চল,
ওদের দেখে শেখো মানুষ.....
ওদের দেখে তুমি শেখো.....
তুমি যে বুদ্ধিবলে বিশ্বশ্রেষ্ঠ।

কি আছে চাওয়ার.....
কি আছে পাওয়ার.....
সবই তো তোমার জন্মক্ষণে মাপা রয়েছে
জীবন ঝুলিতে,
রেষারেষি না হয় নাইবা করলে
কিছু রেখে যাও, কিছু করে যাও,
এসেছিলে তুমি তার চিহ্ন রেখো সদর্পে.....
নতুন প্রজন্মেরে নিয়ে চলো নতুন পথে।

BANGLADARSHAN.COM

সময় ফুরাক

পিয়া পরবাসে
মন ভাসে খেয়ালে,
দিগন্ত লাল রঙা
রবি অস্তাচলে।

মন মাতাল আজ
তোমার দরশনে,
অজান্তেই খুঁজে মরি
দখিনা বাতায়নে।

হিজলের ছায়ায়
স্মৃতির উন্মোচন,
ফাগুন ভরা গাঙে
মন বড় উচাটন।

BANGLADARSHAN.COM

আশাটুকু থাক
নয়ন জুড়াক,
প্রেম নদী ভরো ভরো
সময় ফুরাক।

কইন্যার ইচ্ছা

ওলো ও কইন্যা রে
তোর রূপের বাহার দেইখ্যা পতির
চোখ জুড়াইয়া যাইবো রে।

ঘোমটার নীচে লাজুক চোখে
ইতি উতি চাওয়া,
পঞ্চ ব্যাঞ্জন সাজাইয়া দিয়া
পতির কাছে যাওয়া,
মন সোহাগী আদরের লাগি
কত না ছল ধরে রে।

দুধের মধ্যে চাউল দিয়া
বানায় কইন্যা পায়স,
পতির লইগ্যা পরাণ ফাডে
মিটায় কত হাউস,
পান সুপারি সাজায় কইন্যা
বড় যতন কইরা রে।

দাওয়ায় বইস্যা পা দোলাইয়া
কইন্যা আমের বয়ম নাড়ায়,
ভর দুপুরে খাইতে মন কয়
জিবে জল ভইরা যায়,
ঘোমটা খুইল্যা আহ্লাদী মন
আগের জীবন খোঁজে রে।

BANGLADARSHAN.COM

আপোষ কইরো না

ফুল থিকা যে মধু হয়
এই কথা তো সবাই জানো,
তবু তোমরা বাগানের ফুল
ছিঁড়া ফেলো কেনো,
মধু পাওয়ার লোভে কিন্তু
মৌচাকে ঢিল মাইরো না।

গাছ থিকা যে ফল হয়
কাইটো না আর গাছ,
তিল থিকা তেল হয়
বোঝো তিলের কি কাজ,
তেল খাইতে গিয়া ভুলেও
তিল খাইও না।

BANGLADARSHAN.COM

আয় বুইঝ্যা ব্যয় করো
লোভী হইও না,
অসৎ পথে গিয়া শেষে
নিঃস্ব হইও না,
কপালের দোষ দিয়া তোমরা
ভাবতে বইসো না
কাজ কইরো ভাইব্যা শুইন্যা
আপোষ কইরো না।

সাধের জীবন

জীবন তরীর ভাবনা গেল না
ও নদীর জলে তো হাইল মানে না.....

কেমনে দিমু ভব পাড়ি
জীবন নদী চলছে ভারি
মন মাঝি তাই বৈঠা ধরে রে
কোনো কূলের দিশা পাইলাম না॥

কোন মিস্তুরী গড়ল নাওখানা
টলমল করে জীবনের ঠিকানা
চুঁইয়া চুঁইয়া ঢুকছে পানি রে
ডুইব্যা যাইতে সাধ হইল না॥

সারা জীবন বৈঠা বাইলাম রে
নাওয়ের বাদাম উড়াইয়া দিলাম রে
গুরু যদি সহায় থাকেন রে
তইরা যাইমু সাধের জীবনখানা॥

BANGLADARSHAN.COM

হবে মানুষের জয়

প্রতীক্ষা করে করে দিনের আলো ফুরিয়ে এল
আলো নিভে গেলেও মজুত রয়েছে
শত সহস্র মোমবাতি,
অন্ধকার আসতে দেব না বলেই এত প্রস্তুতি,
সহন ক্ষমতা বাড়াতে গিয়ে বুঝলাম
যুদ্ধের হয়েছে সময়।

লড়াই করবো বলেই
জপমালা সরিয়ে রেখেছি দূরে সিংহাসন তলে,
রক্তচোষাদের সব রক্ত শুষে নেবার আগে
সঞ্চয় করেছি রক্তবিন্দু তিলে তিলে,
ঠকে যাওয়া পুরোনো অভিজ্ঞতার কাছে
কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি প্রহর গোনে,
সব বাঁধন শক্ত হয়েছে এবার,
বিজয় পতাকা উড়বে সেদিন,
যেদিন হবে মানুষের জয়।

BANGLADARSHAN.COM

বিদেশী বন্ধু

হায় বিদেশী বন্ধু.....
তোর দোতারার সুর আমারে
মনটা উদাস করল রে॥

রান্ধন বাড়ন সব ভুইল্যা যাই
মন বসে না কাজে,
তোর স্বপন রাঙায় যৌবন
মইরা যাই লাজে,
হাসনুহানার ফুলের গন্ধে
মনটা মাতাল হইল রে॥

কী যাদু তোর দোতারা জানে
নেশা ধরায় এ প্রাণে,
ডর ডং ডং বাজছে দূরে
ছুটে যায় মন তোর টানে,
প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
কী দিয়া নিভাই রে॥

BANGLADARSHAN.COM

কিছুই নিজের নয়

বড় চিন্তা ঘুন লেগেছে
আমার এই কাঁচা অন্তরে,
আর কতো সইবো জ্বালা
বল না রে সই আমারে।

ভাবের কুল কিনারা খুঁজতে গিয়ে
হলাম রে পাগল,
নদীর জলে ভাসিয়ে দিলাম
মনের যত গোল।

যে তোমার আজ আপন আপন
সে কোনোদিন তোমার নয়,
সব ফেলে ঐ অচিনপুরে
যেতে হবে জ্যোৎস্না কয়।

BANGLADARSHAN.COM

একটু ঘুম দিতে পারিস

একটু ঘুম দিতে পারিস?
একটু একটু করে ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে
সময়ের ঘাত প্রতিঘাতে।

সাধনাদের বাড়ীর গেটে
তালা লাগানোর শব্দ শোনা যায়,
মাঝ রাতে রাস্তায় কুকুরটা কেমন
ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে,
আজ বুঝি ওর পেট ভরেনি,
ছুটছে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ক্ষিপ্র গতিতে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা ঘাট ছবির মতো
ক্যানভাসে জায়গা করে নেয়,
অন্ধকারে হাতরে মরি স্বপ্নের ছবিগুলো,
জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয়
তোমাকে খুঁজতে গিয়ে
এসে পড়লাম ঘুমন্তপুরীতে।

বিমলের পোয়াতি বউটার
গোঙানি শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট,
আম্বুলেন্সের শব্দে পাখিরাও জেগে গিয়ে ডাকতে লাগল,
নতুন প্রজন্ম কিভাবে বড় হয়ে উঠবে এই দুর্দিনেতে।

BANGLADARSHAN.COM

এদিন আসবে সে তো জানা ছিল

এদিন আসবে সে তো জানা ছিল.....
বিভেদ নীতির বীজ মানুষের রক্তে অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল
একটু একটু করে,
ধর্মকে ঢাল বানিয়ে কত মানুষের বলিষ্ঠ বক্তৃতা কতখানি
পাল্টে দিল সমাজটাকে
ভাবতে হবে এবারে,
নৃশংস দানবতা, দুর্নীতি আজ এই প্রজন্মের চিত্রের রঙ
বদলে দিল একেবারে,
এ দিন আসবে সে তো জানা ছিল.....

সম্মানহানি, পিছনে টেনে নামানো,
ধর্ষণ, রাহাজানি সমাজের শিরদাঁড়া বেয়ে
হৃষ্টপুষ্ট হয়ে আকাশ ঢেকে ফেলে,
প্রাণবায়ু কমতে কমতে ধুঁকতে থাকে গোটা বিশ্ব,
এ দিন আসবে সে তো জানা ছিল.....

BANGLADARSHAN.COM

“গৃহবন্দী” প্রাণরক্ষার কবচ পড়ে বিশ্ববাসী আজ মাটিতে
পা দিয়ে হাঁটতে চায়,
অহংকার, উন্নাসিকতা, দাম্ভিকতা সমর্পিত হল আজ জগত মাতার পায়ে,
এ দিন আসবে সে তো জানাই ছিল.....

প্রকৃতির ভালোবাসায়

দূরের ঐ নীল আকাশ
বারে বারে আমায় শুধায়,
নীলাম্বরী শাড়ী পড়ে
দেখনা আমায় কেমন মানায়॥

পেঁজা তুলোর মেঘরাশি
কানের খুব কাছে এসে,
ফিসফিসিয়ে রূপের কথা
বলে আমায় ভালোবেসে॥

আঁকা বাঁকা সর্পিল পথ
হাঁটার জন্যে শুধুই ডাকে,
আমি তো মুখিয়েই ছিলাম
চলব তোমার নির্জন বুকে॥

BANGLADARSHAN.COM

বেগুনী রঙের ফুলগুলো যে
হাতছানি দিয়ে বলে আমাকে,
তোর খোঁপাতে আমায় রেখে
মন ভোলা তোর মরদকে॥

মনের কথা

পাহাড়ের কোল বেয়ে ঐ
কংসাবতীর পথ চলা,
জলের স্রোতে যায় ভেসে যায়
জমা যত কথার মালা।

বাঁশরিয়ার বাঁশীর সুর
ভেসে আসে সুদূর হতে,
উদাস মনে সুর জেগেছে
মিঠেল সুরে সুর মেলাতে।

ধামসা মাদল বাজছে দূরে
পাহাড় ঘেরা গ্রামটিতে,
ঝুমুর গানে পাহাড় লদী
লেইচে ওঠে রোজ রেইতে।

BANGLADARSHAN.COM

পথ চেয়ে

পাখির কাছে গানের সুর শিখেছি
নদীর ঢেউ দুরন্ত প্রেম শেখায়,
রাতের আকাশে চাঁদের আলোকচ্ছটা
রূপের গভীর আবেশ ছড়ায়।

পূব আকাশে মেঘের পরে মেঘ জমেছে
কাঁদি তাই নিরালায় এক কোণে,
ফুল ফুটুক আমার সাধের বাগানে
বসন্ত প্রেম আনুক আমার ভরা যৌবনে।

সমুদ্রের অসীম জলরাশির বুকে
কখনো কী চাকতী হওয়া যায়?
প্রেম যমুনার মাঝ দরিয়ায় ভাসাই তরী
উথাল পাথাল মন মাঝি যে তোমার আশায়।

BANGLADARSHAN.COM

স্থিরতা

ফুলের কাছে একটু সুগন্ধ
চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত,
বাতাসের কাছে চেয়েছিলাম
মিঠেল বাতাস মৃদু মন্দ,
আজো শরীর জুড়িয়ে হই নি ক্ষান্ত।
আকাশের কাছে মনের ব্যাপ্তি খুঁজতে গিয়ে
দেখতে পেলাম সীমান্ত,
পথ যেন শেষ না হয়
এই ভেবে চলতে গিয়ে
সমুদ্র কিনারা হয়ে ওঠে জীবন্ত,
প্রতিদিন কবিতা না পেয়ে
বেড়েই চলে মনের ক্ষত,
আজ বিশ্ব জগতের বুকে
নিজের অস্তিত্ব অন্বেষণ করতে করতে হয়েছি শান্ত॥

BANGLADARSHAN.COM

তুমি এলে

তুমি এলে মনের দরজা খুলে
আন্ধার যে পালায়,
তুমি এলে চাঁদ ওঠে গগনে নয়,
ওঠে সোনার প্রেমের থালায়॥

তুমি এলে আসে ফাগুন পলাশ নিয়ে
মনের ভিতর ঘরে,
তুমি এলে প্রজাপতিরা উড়ে বেড়ায়
ঝিলমিল রোদ্দুরে,
তুমি এলে মন যে দোলে
মিষ্টি মধুর হাওয়ায়॥

তুমি এলে বৃষ্টি নামে মনের চালে
অঝোর ঝর ধারায়,
তুমি এলে মেঘের দেশে
বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলায়,
তুমি এলে শিহরণ জাগে রন্ধ্রে রন্ধ্রে
ভালোবাসার ছোঁয়ায়॥

BANGLADARSHAN.COM

শশীবালা

শশীবালা তোমার রূপে হলাম পাগল
তোমায় পেয়ে আকাশ আজ
সেজেছে দেখ কেমন,
সিঁদুরের টিপ যেন জ্বল জ্বল করছে
এক নারীর কপালে একান্ত নিভৃতে।

মেঘ ঢেকে দিতে পারেনি তোমায় কিছুতেই,
তোমাকে আলিঙ্গন করতে দাও,
তোমাকে স্পর্শ করতে দাও,
আমার বারান্দায় আজ এসো তুমি
নিঃশব্দে গভীর রাতে॥

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥